প্রণয়—পাগল।

কি কব বিধাতা তোরে কপালে [illegible]

সোনার সংসারে আজি পাগল বিহার।

শ্রীনটেন্দ্রভূষণ মজুমদার কর্তৃক

প্রণীত।

২য় সংস্করণ।

পাথুরিয়াঘাটা হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৪৬—নং, রামতনু বসুর ষ্ট্রীট

ঘোষ প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষের দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২, সাল।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

প্রণয়—পাগল।

শ্রীনটেন্দ্রভূষণ মজুমদার কর্ত্তৃক

প্রণীত।

১ম সংস্করণ।

পাথুরিয়াঘাটা হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৪৬—নং রামতনু বসুর ষ্ট্রীট

ঘোষ প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসুর দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২ সাল।

মুল্য চারি আনা মাত্র।

উৎসর্গ

পূর্ণেন্দু নির্ম্মলহৃদয় ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদ কুমার ঠাকুর

বাহাদুর যশস্বি বরেষু।

যে নদে লহরী দোলে
সরোজিনী সদা খেলে,
মুক্তার শুক্তি যার গর্ভে আলো করে,
শৈবালও ভাসিয়া থাকে তাহার উপরে ;
যে জগতে শশী ভাসে,
সৌদামিনী কাঁপে ত্রাসে,
শাখে বসে পিক গায়,
বাতাসে ফুল নাচায়,
তপন তারকা হাসে
শিশু মুখে ঢল ঢলে,
নবীনার মৃদু হাঁসি,
নৃত্য করে কেকাভাষি,
সে ব্রহ্মাণ্ডে জোনাকীকি কিছু শোভা করে না,
ক্ষুদ্র কীট বলে তারে পৃথিবী কি ধরেনা ?
কামিনী কোমল করে,
হীরা-বালা শোভা করে,
শঙ্খের বলয় তারা তার মাঝে পরে না ?
তাহাতে কি মানবের কিছু মন হরেনা ?
যে করে দারিদ্র দুঃখ কর বিমোচন,
সে করে পাগল আমি করিনু অর্পণ ।
কি জানি কি নাম আমার !

শুদ্ধাশুদ্ধি ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৭	আঁধায়	আঁধার
৮	১০	আনন্দকাশে	আনন্দাকাশ
১১	১২	হাসিছে	হানিছে
১২	৪	এতেক	একেত
ঐ	২০	বাজ	বাজ্
১৯	১৬	নাশতে	নাশিতে
২০	১০	চাদ	চাঁদ
৪৫	৭	পুরি	পুরী
৪৬	৯	মহতত্ব	মহত্তত্ব
৪৭	১৩	প্রেম-পুরিক	প্রেমপুণ্ডরিক
৪৮	৫	প্রিয়া	প্রিয়ে
ঐ	৮	রূপিনী	রুক্মিনী
ঐ	১৬	ভরে	ধরে
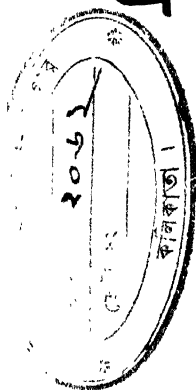
প্রণয়-পাগল।

মৃত প্রিয়া স্মরণে।

(১)

"প্র'ণয়" আদি উপসর্গ,
জীবনের উপসর্গ ;
বিনাশিল সব স্বর্গ,
তবু কি সুখের সর্গ প্রণয় মহীতে ?
ণয় ধরা কিছু নয়,
মন নয়, প্রাণ নয়,
আমি নয়, সব নয়,
এজগতে কি সম্বন্ধ কাহার সহিতে !

(২)

এই কি তামসী নিশি !
না ! এ দেখি পৌর্ণ মাসী.
মরি আহা ! হাসি শশী শিশুলয়ে খেলিছে ;
কি আশ্চর্য্য স্বর্গ ত্যজি মমকাছে আসিছে।

(৩)

ইহা কি তারকাবলী!

(না) প্রিয় পারিজাত কলি!

এ কি কথা! কি কহিলি, প্রিয়া! প্রিয় পারিজাত

কি বলিলি! বল পুনঃ! শুনি এ অন্তর সাত,

শুনিবনা! একি আঁখি, করিস্ যে অশ্রু পাত?

(৪)

আহা কি কৌমুদী ভাতি!

না ইহা ভানুর জ্যোতি?

কাঁপিতেছে কাঁপাতেছে, জ্বালাতেছে জ্বলিতেছে চিতে,

এহেন ভীষণ স্থান আছেকি মহীতে?

(৫)

একি অকস্মাৎ!

হয় উল্কাপাত!

দিনু মাথাপাতি এই, নির্ভয় অন্তরে,

জগদীশ! কেন উহা মাথার উপরে।

(৬)

(উঃ) দেখ কাঁপিছে মেদিনী,

বিষ উগারিছে ফণী,

ধরিয়া অবনে ওই কাঁপিছে বাসুকী;

এ জগতে মম সম আছে কি অসুখী।

(৭)

এস এস ত্বরা করি,

ওই স্থান পরি হরি,
দেবাদেশে দেব অস্ত্র, আগুন মার্জ্জনী,
না আসিলে বিধি আজ্ঞা লজ্যিবে এখনি।

(৮)

হউক মহা প্রলয়,
কি! প্রলয়! সব লয়!
(এ) হতভাগা হোক্ লয়,
এখনি হউক, আর কি হইবে থাকিলে;
তবেত জুড়াবে বুক,
ঘুচিবে সকল দুঃখ,
হেরিব তাহার মুখ,
কার মুখ! কে দেখে! ছিল কে! কোন কালে!

(৯)

হও শত সূর্য্যোদয়,
উথল মকরালয়,
এস ঝঞ্ঝাবাত চয়,
উগার অনন্ত গরল কাল
পুড়িব, ডুবিব,
উড়িব, মরিব,
এ চেয়ে আমার তাহা কতগুণে ভাল।(বলিব কেমনে)

(১০)

একি হ'ল! পুনঃ একি!
সব যে নিস্তব্ধ দেখি!

একি ইন্দ্র জাল! জীবনের মরীচিকা!
এখন ধরণী কেন শান্তি অট্টালিকা!

(১১)

উন্মত্ত বলিবে লোকে?
হইনু কি সুখে শোকে?
হইব না কেন? অবশ্য হইব,
উন্মাদ হইতে যে সব চাই,
সকলিত আছে, বিরাজিত এতে,
অভাব ইহাতে কিছুই নাই।

(১২)

সহসা আবার একি!
না এ বিভীষিকা দেখি!
শত শত চোর, আসিছে ছুটিয়া.
মারিছে আমার মাথে;
মরার খড়্গ আঘাতে? কাপুরুষ আমি?
নাহি কি বল এ-হাতে?

(১৩)

কে হইল, কিবা চোর;
ডাকাত সে নয় চোর,
হৃদয়ের মণি চোর;
নির্ম্মম অন্তক সে যে শুভ বিচারক
যার বিধানেতে বাঁধা মর্ত্ত্য, বৃন্দারক।

(১৪)

হৃদয় পিঞ্জরে
সোণার পিঞ্জরে,
পুষে ছিনু শুক, কতই আদরে ছিল,
ওই চোর বেটা, কাল তমিস্রায়,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া নিল॥

(১৫)

কত যে পড়িত,
মন কেড়ে নিত,
অম্বুজ মঞ্জরি, ছিড়িবা আমায়,
ডাকিত মধুর বোলে;
উড়িত, পড়িত, মুখে মুখ দিত,
বসিত আসিয়া কোলে।

(১৬)

কি রূপে ধরিব,
কোথায় পাইব,
ঘরে, দেশে, বনে, খুঁজিলাম কত,
অবনি, অচল, জলে,
অবোধ কৃতান্ত! পিঞ্জর বাখিয়া,
শুকটি লইলি ছলে?

(১৭)

একিরে হইল,
চিন্তা উপজিল,
কে বলিবে কেন ভাবি কাহার কারণ!

ভুলিয়াছি যারে তারভাবনা কেমন।

(১৮)

বলিব এখন,
ভাবি যে কারণ,
দহে চিন্তা জ্বরে সকল শরীর,
যখনই বলিতে যাই,
কে যেন আসিয়া, বদন চাপিছে,
কহিতে ক্ষমতা নাই।

(১৯)

হল কি কোয়াসা ধূম !
না এ গুগ্‌গুলের ধূম !
যেন চিতা ধূম চিতোর নগরে
করিছে জহর খেলা!
বিচ্ছেদ চিতায় অভাগা পুড়িছে,
সে ধূম উঠিছে মেলা।

(২০)

বি-চ্ছেদ '-উঃরে কি কথা,
মরমে লাগিল ব্যথা,
বাল্যেতে বিবাহ দিয়া ; বিলাসেতে ভুলাইয়া
বিনাশ করিতে বিভু বিরচিলা তোরে ?
বিপদ, বিষাদ, বিদ্রোহ, বিবাদ
বিষম বিভ্রাট বিষে বিসর্জ্জিতে মোরে ?
স্বর্ণ-লতা হ'লে চ্ছেদ,

রসালও হইবে চ্ছেদ,
ধন, মান, প্রাণ, মন, দম্পতী, সুখ, হৃদয়,
সব চ্ছেদ, এ জীবনে কিছুতেই যোগ নয়।

(২১)

ওই বুল বুল পাখি,
ডাকিছে আয় না দেখি,
দেখিব না দূরহরে, শুনিবনা বজ্রনাদ
বাতাসেতে বীণা, বাঁশরী বাজিত,
পূরায়েছি মম শ্রুতির সাধ।

(২২)

ওই কাল-রাহু,
গ্রাসিতেছে, উহু,
পূর্ণিমা (আমার পূর্ণিমা) কাঁপিছে,
নিভিল মধুর হাঁসি !
কাঁদিল চকোর, হাসিতেছে পুনঃ
দেখিয়া উঠিল ভাসি।

(২৩)

আমার সে কই ! ! !
উঠিতেছে ওই,
ও দেখি শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক শরীরে ;
সব যে আঁধার ময়,
এ আকাশ থালি, উঠ চাঁদ, কত
চকোরের প্রাণে সয়।

(২৪)

বিজলি যোজনা করি ,
রাম ধনু করে ধরি ,
ঘন হুহুঙ্কারে , বাহিরিছে ঘন ,
চমূ নিয়া অগণন ;
বিচিত্র পতাকা , বরজাস্ত্র ধরি ;
কর মোরে নির্যাতন ।

(২৫)

দুঃখ মেঘ ? আর ,
দিবিনা আমার
জীবন-তপনে কর বিস্তারিয়া
উদিত আনন্দাকাশে ?
বিমুক্ত হবেনা আর ?
ঘুচিবেনা অন্ধকার;
মেঘেতে মারিব মেঘে , চপলা-শোণিত ববে
সুখের ঝড়েতে হবে দুঃখ - মেঘ নাশ ।

(২৬)

তুই না মাধব !
দূর হয়ে তব
অনুচর লয়ে ; নাবুঝি প্রাবৃট;
না দেখি বরষা কাল ?
দুই মাস ! শত যুগ ! তবু গেল না রে !
আমার বরষাকাল ।

(২৭)

কেন রে জননী,
সুষুপ্তি দায়িনী!
অভাগার প্রতি সদয় হইলে,
নিভাতে দাসের জ্বালা?

[স্বপ্নে]

(২৮)

এই যে আসিছে প্রিয়ে!
তাম্বুলের কৌটা নিয়ে,
এস, দাঁড়াইনু, জীবন তোষিণি।
আলিঙ্গন দাও বুকে,
এস এক বার, ডুমুরের ফুল
চুম দিব চাঁদমুখে।

২৯

"বাঁচিলাম প্রাণেশ্বর'
দেখে কতক্ষণ পর,
তুমি সে পরম নিধি, ইচ্ছাকরে নিরবধি
ধরিয়া তোমায় কণ্ঠ গুমরে বেড়ায়
নয়ন চাবে যখন, খুলিয়া দিব তখন,
অমনি সারিব পাছে চুরি করে নেয়।"

(৩০)

প্রিয়ে! এত ক্ষণ ভুলে,
কেমনে কোথায় ছিলে,

কঠিন অন্তরে, ছিলাম যে কত
যাতনা ভাবনা সয়ে;
শরীর রাখিয়া, জীবন হরিয়া,
গিয়াছিলে দেখ লয়ে।

(৩১)

অন্তর রঞ্জন,
হৃদয় রতন,
ক্ষণ না হেরিলে, হয় বর্ষজ্ঞান,
আর কি ছাড়িতে পারি?
চল প্রণয়িনি! পুষ্প শয্যোপরি,
আনন শশাঙ্ক হেরি।

(৩২)

প্রেমের আসন পাতি,
প্রণয়ের মালা গাঁথি,
বসাব, দোলাব, শুভে! চারু চিক পরে,
মানস সাগরে, তরঙ্গ উঠিছে,
কে তারে স্তম্ভিত করে।

(৩৩)

শুষ্ক হৃদি-পদ্ম পাশে,
মন মধুকর বসে,
এই তব মুখ বিকচ নলিনী
আশে, পরিমল ভাবে;
এই গন্ধ বহ টানিছে বদন;

কিরূপে ঠেকাবে সবে।

(৩৪)

ওই শুন পোড়া পিক,
ডেকে করে দিক্ দিক্
বলে"বউ কথা কও„ করিও না মান:
চিকুরের ফাঁদ করে, এখনি ধরিব তোরে,
জানিবি কত যাতনা জুড়াবে এপ্রাণ।

(৩৫)

ফুলের কার্ম্মুক ধরি,
ফুলতূণ পৃষ্ঠে করি,
ফুলের বসন, ভূষণে সাজিয়া
ওই দেখ পঞ্চ শর!
উন্মত্ত হইয়া সজোরে এবুকে,
হাঁনিছে ফুলের শর।

(৩৬)

একেত বাসন্ত নিশি,
তাহে পূর্ণিমার শশী,
লজ্জাবতী সতী আনন দর্শনে,
চকোর স্তম্ভিত হেরি;
চল ফুলবনে, কিকাজ এখানে,
বসন্ত উৎসব করি।

(৩৭)

নব কিসলয়ে সাজি,

ফুল ফলে তরু রাজি,
হাসিছে কেমন দেখ বসন্ত বাসরে,
প্রফুল্লা প্রকৃতি দেবী হেরি আপনারে।

(৩৮)

এতেক কুসুম কায়,
পরেছ আবার তায়,
ফুল গহনায় ? কাঞ্চন খোঁপায়!
যুতি গাঁথি সিথে সিঁথি,
কানেতে ঝুমকা গান্দা গন্ধরাজ,
গালে গোলাবের স্থিতি,

(৩৯)

নীল কোকনদ দলে
আঁখি দুটী ঢল ঢলে,
অধর জবায়! নাসাতিল ফুল,
মল্লিকা নলক তায়,
কুন্দে দন্ত, বাতি, মালতি-সেফালি
বকুলে হার গলায়।

(৪০)

অতসী বিকসি অঙ্গে,
কাঁচা সুবর্ণের রঙ্গে
শোভিছে, কেমন করবীর ফুল
তাবিজ মৃণাল ভুজে;
রক্তবক বাজু; অশোক কঙ্কণ,

বালা কুন্দকলি মাঝে।

(৪১)

করে কর পদ্ম,

রক্ত কুমুদ,

পাঁচটি অঙ্গুলি, চম্পকের কলি,

রতন অঙ্গুরী তার,

বক্ষঃস্থলে খেলে রূপের তরঙ্গে

কমল কলিকা বায়।

(২৪)

অপরাজিতা ঝুকালা,

কামিনী কুসুম মালা,

কটিতে কিঙ্কিনী, চারু চন্দ্রহার

শোভিছে মোহিয়া মন;

রাম রম্ভা ঊরু, রজনী গন্ধেতে,

পাজোড় দুই চরণ।

(৪৩)

ছাড়ি এ উদ্যান,

কোথা পাব স্থান,

তুলিবনা ফুল, মলয় মারুতে

এস প্রিয়ে খেলাকরি,

বাঁশরী বাজাব, নাচ ধীরে ধীরে,

জুড়াবে নয়নে হেরি।

(৪৪)

ওই যে প্রভাতী তারা,
পর সুখে শোকাতুরা,
উঠিতেছে, বরাঙ্গিনি ; চন্দনের শিরে,
কণ্ঠ কোকিলের কুহু,
গুঞ্জরী গুঞ্জন মুহু,
শুনিয়া , এখানে পুনঃ বসিব সুস্থিরে।

(৪৫)

চরণে জীবন দিয়া,
আশাতরু হাতে নিয়া,
কেমনে কহিব নাথ ছিলাম কোথায়,
যে কাজ করিতে যাই,
মনে করি মনে নাই ,
মীন কি বাঁচিতে পারে ত্যাজি জলাশয় ?,,

(৪৬)

অপসিব অমনি,
নাচিল ধমনী,
ডাকিলা জননী অশনি নিনাদে,
বলিতে আমায় তথা,
নীতি শিখাইয়া প্রাণ তথা নাই,
কেমনে বুঝিব কথা।,,

(৪৭)

চুম্বক আমার মন;
সদা করে আকর্ষণ,
তব চারু ছবি, দিগ্‌দরশন
কভু কি উত্তর ছাড়ি অন্য দিগে ভাসে ?
যেমন শুবণ শ্রুতি
করিল মিষ্ট ভারতী
বিছানায় যাও, উঠি আসিখিবে;
দৌড়িয়া আইন্‌ পাশে।,,

(৪৮)

অন্ধের নয়ন,
ফণীর ব°ন
হারাইয়া ছিল, পাইল প্রাণেশ,
আর কি ডরে কাহারে ?
পয়োধর ছাড়ি চাতকিনী, প্রিয়,
কেমনে থাকিতে পারে।,,

(৪৯)

জীবন প্রভাতকালে,
বসিয়া মায়ের কোলে,,
শুনিতাম যদি, বিবাহের কথা
মেরে, পলাতেম তাকে করে অনুরাগ।

যেদিন দেখেছি মুখ
ভুলেছি শৈশব সুখ,
সেপ অনুরাগে নাথ! হয়েছে বিরাগ॥

(৫০)

মধ্যাহ্ন সময়ে নাথ,
ছায়াছলে কায়া সাথ,
এযৌবনে কোন প্রাণে থাকিব তফাৎ
ছিলাম সরলা বালা,
ভালবাসা একতালা
সয়ে কি সহিতে পারে প্রবল আঘাত।॥

(৫১)

শুন নাথ দিন মানে
যাইতে ছিলাম স্নানে
সহসা তোমার পেয়ে মুখ খানি,
রহিয়াছি এক দৃষ্টি করি নিরীক্ষণ,
অমনি ডাকিল সই, খেয়েছি উছট তাই,
কি করিব নাথ মম চলেনা চরণ।॥

(৫২)

যদি কিছু খেতে যাই,
বিষম বিষম খাই,
নিরমল বায়ু সনে তবইচ্ছা সেই খানে
কাড়িয়া হাতের ভাত মাটীতে ফেলায়,
মনে মনে মন চুরি, কে শিখাল এ চাতুরী

স্বপ্নে।

ধরিতে পারিলে চোর ঠেকিবেক দায়।

(৫৩)

একে সম্বরারী শর,
করে অসম্বর অম্বর,
সহসা ওমুখহেরি, ভুলে সম্বরিতে নারি
গালি দিল বিনোদিনী কতই আমায়;
যে যাহারে ভালবাসে, সে যদি তেমনি বাসে,
স্বর্গ সুখতায়;
ভাবলে বড় বাড়িলে ঝড়ে ভেঙ্গে যায়।"

(৫৪)

'মন যে কেমন করে,
কেমনে জানাই পরে,
বহুকাল পরে যদি হয় প্রিয় দরশন,
তখন উলঙ্গ অঙ্গ কেকরে স্মরণ,
যার যে বাসনা যায়,
সেকি তা ছাড়িতে চায়,
পর পরামর্শে তবে কোন প্রয়োজন?

(৫৫)

'একি হয় প্রাণেশ্বর,
মম ছার কলেবর,
বাখানিলা তুমি! চল হৃদাসনে
বসাইগে প্রাণধন!

প্রণয় তুলসীতুলে, প্রফুল্ল যৌবন-ফুলে
আদর চন্দনে করি চরণে অর্পণ,

(৫৬)

"অন্তরের অর্ঘ্য ধরি,
জীবন দক্ষিণা করি,
ভক্ত প্রেমামৃতে, নৈবেদ্য সাজায়ে,
উৎসর্গ করিব পায় ;
মিলন নির্ম্মাল্য' মানবের শত্রু
বিচ্ছেদে কাটি খাড়ায়"।

(৫৭)

"এইযে লেবুর ফুল,
গরবিণী টুলটুল,
যতদিন ফুল্লরবে, আদরে চুম্বিবে সবে,
ছুঁইবে কি আর নাথ হইলে ফলঅঙ্কুর ?
কেঁদে সে ঝরিয়া যাবে, তুমি নব দেখ্‌ছোচাবে,
পুরুষ কঠিন হেন তবু কি মধুর"।

(৫৮)

নব নব রাঙ্গা পাতা,
কানে কানে কবে কথা,
চল যাই কান্ত, নব দুর্ব্বাদলে
বসিগে ঘাটের পরে,
জোনাক ধরিয়া, দিব দীপ-মালা
শৈশব যৌবন সন্ধির ঘরে।"

স্বপ্নে।

(৫৯)

"জোছনার নদীপরে,
সাঁতারিয়ে করে ধরে,
ভাসিবে, ডুবিবে, পড়িবেক ছায়া
ওমুখ চাঁদের তায়;
পলাবেও চাঁদ দৌড়িয়া ধরিব,
রাখিব বেন্ধে ও পায়।"

(৬০)

মৃণালিনী মেয়ে তুলে,
আছাড়িয়া দিব কোলে,
কাঁদিবে সে, তুমি আদর করিবে,
শিখিক পলায়ে দূরে,
হাঁসিবেক লোকযত লজ্জাপাবে বিধিমত
বলিবে আদর করে শিশুতে শিশুরে"

(৬১)

"দেখনাথ! পূর্ব্বদিকে,
নিশিঅরি, অগ্নিমুখে
আসিছে রথেতে, উদয় অচলে,
নাশিতে সুখ রজনী,
পৃথিবী পোড়াবে,
কামিনী কাঁদাবে,
উচিত কি তব, মাধব শর্ব্বরী

নাশ করা হবেছি মনে!"

(৬২)

দূর হোক্ আর,

কিভয় কাহার?

মধু খেতে গেলে লোকে, মৌমাছি যে দংশে তাকে

তবুও কি মধু-চক্র ছাড়ে অভিলাষী,

জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে,

আমি কেন না কাটিব সরমের ফাঁসি?

(৬৩)

কেনরে নির্ঝর আঁখি

ফেল বারি রাশি? দেখি

চাদ মুখ! দেখিবি আবার কত

পলানু বরষ পরে;

জগতের আঁখি! অন্ধ আমি, দাও

দয়া করি শশধরে।

(৬৪)

অয়ি উন্মাদিনি! কি কাজ করিলে

মধুর গোরসে গোমূত্র ঢালিলি,

প্রাণের আকাশে কেন কাল মেঘ উদিল.

যেই স্বচ্ছ সরোবরে, কমল, কুমুদ খেলে,

আজি কিনা তার জল শৈবালেতে পুরিল?

(৬৫)

রোপিয়া আশার চারা,

দিবি আনন্দাশ্রু ধারা,
হুবে যাক্ তাহা, গরল ঢালিলি,
দেখিয়া বিদরে মন,
ও কি প্রিয়ে ! কেন সজল হইল
নীরদ নীল নয়ন।

(৬৬)

ধরিত্রী ছাড়িয়া,
সব বিসর্জ্জিয়া,
চল যাই প্রিয়ে তথা,
লোক লজ্জা, ভয়, শোক, দুঃখ নাই,
বিবাদ বিষাদ বথা।

(৬৭)

চল সেই ঠাঁই,
বিরহাদি নাই,
অপবাদ, মনস্তাপ'
কলহ কলঙ্ক, দ্বেষ, হিংসা লোভ,
ক্ষোভ, ক্রোধ রোগ, পাপ।

(৬৮)

চল সেই স্থান"
ত্যজি এ শ্মশান ;
যথা, প্রেম ধ্বজা, সুমৃদু মারুতে
প্রতিগৃহে স্ফুর্ত্ত করে,
বন্ধন কাঁদবে, সুখে গলা ধরি,

দম্পতী বেড়ায় ঘুরে।

(৬৯)

বসন্ত ঋতু নাগর,
পিকে কালবাত গায়,
সন্তোষ, আরামে ভাসিছে সকলে
সুরভি মৃদু আশুগে—
যেন করে পেমি—নর শ্রান্তি দূর,
বহিয়া একাঙ্গ যুগে।

(৭০)

পরিয়া তারার মালা,
বিরাজে চন্দ্রিকা বালা,
কৌমুদী হাঁসিছে, চকোর উন্মাদ,
সরোজ, কুমুদ জলে
ফুটিছে একত্র, সাঁতারিছে হাঁস,
পিরিতি সরসে মিলে।

(৭১)

বসি সুবর্ণ অচলে,
সোনার কদম্ব তলে,
কোলে করি প্রিয়, অনন্ত যৌবনা
খেলিছে বরবর্ণিনী,
গলে পড়ে মালা কোথা হতে আসি
শোভিছে দুলিছে বেণী॥

(৭১)

মঁপ্রাণ আসছে,
চরণে বসেছে,
কভু বা মাথায়, হাসিছে কুসুম শর।
ধনুক লইয়া,
তুণটি বাঁধিয়া,
লইছে, যোগায় পুনঃ কাম সহচর।

(৭৩)

ভুজ মৃণালেতে বসি,
কোকিল ডাকছে আসি,
কুহু কুহু করি ঠোকায়ে ফুলের তোড়া
ঝুলায়ে পালক, আসিয়া বসিল
হরিণী কেশরী যোড়া।

(৭৪)

"ক্ষুধা যদি পায়,
মধুকর যায়,
গুঞ্জরে করি, মধু আনি দেয় মুখে,
পদ্ম মধু দিয়া, বসি পদ্মাননে,
মধুপান করে সুখে।

(৭৫)

তৃষ্ণা যদি হয়,
আসিছে তথায়,
নয়ন আনন্দ-নদী উথলিয়া নিরবধি'
পিপাসা করিতে দূর,

ডুবে সে অতল জলে, কেহ প্রেম নিধি তুলে,
কিছার তাহার কাছে কোটী কোহিনুর।

(৭৬)

নিদ্রা দেবী আসিধীরে,
উঁকিদিয়া যায় ফিরে,
কভুবা দৌড়ায়, পলাইছে কভু,
কভু করপুটে বলে,
বহু শ্রমে বাছা, কাতর ও তনু,
করিব একটু কোলে ?

(৭৭)

বিহঙ্গেতে গায়,
বাতাসে বাজায়,
ফুলে নাচে ফুল ফুল,
আনন্দে প্রণয়ী, পুরস্কার দেয়
হৃদয়, শরীর, চুল।

(৭৮)

কল্পতরু তলে কত,
কাম ক্ষুধা শত শত,
বেড়াইছে' বিতরিছে, পর ফল নরে,
শিশু হতে নব যৌবন জীবনে
চিরকাল বিহরিছে নবে প্রতি ঘরে।

(৭৯)

সাধের উদ্যানে
আশাতরু এনে
রোপিছে, করিছে প্রেমাম্বু সিঞ্চন,
বাঞ্ছাফল দেয় করে;
যৌবন কলিকা, নব বিকসিত;
কোন কালে নাহি ঝরে।

(৮০)

কুচ গিরি বিদারিয়া,
চুচুক ঝরনা দিয়া,
বাহিরিয়া বেগে, বহে পয নদী,
শিশুর শশাঙ্ক মুখে,
বাঁচে মীন তায় শিশুর জীবন
সাঁতারিয়া মহাসুখে।

(৮১)

কত যে নির্ঝরে,
মুক্তা রাশি ঝরে,
রম্য উপত্যকা, কুড়াইছে শিশু,
গাঁথিয়া নহর তায়,
পুতুলের বিয়া দিতেছে, বদল
করিয়া মালা গলায়।

ছাড়ি এ পেয়েত পুরী,
থাকিবে তথায়, জ্বালানি, ছিড়ি
এসংসার মায়া ডুরি।

(৮৬)

"আনন্দের নিশি,
আনন্দের শশী,
চলিল আনন্দ স্থান,
আনন্দ লইয়া,
নিরানন্দ দিয়া
বিরহে যাইবে প্রাণ।"

(৮৭)

"বেঁচে থাক, বাঁচি যদি'
সাগরে মিশিবে নদী,
এমধু দিবসে, শুখাইবে বারি,
বহিবে সুমৃদু বেগে'
হিমাদ্রি উপাড়ি, পড়ে বাধা দিতে
আসিব ঠেলিয়া আগে।"

(৮৮)

কি বলিল পাগলিনী ?
কেন হলি উন্মাদিনি।
যে স্বরে কোকিল ডাকে সেরূপে কি সাজে

হেন মন্ত্রনাদ ?

ওকি কথা আদরিণি ! করিওনা আর
হরিষে মোর বিষাদ ।

(৮৯)

আলেয়া আগুন জ্বালি,
তায় ঘৃত-হুতি দিলি,
ক্ষণে দীপ, মুখলবা, ক্ষণে অগ্নি গিরি,
জ্বলিতেছে, বরফেও নিভেনা বালাই,
পীযূষ খাইনু কাল কূটহরে
হৃদয় ক'বল ছাই ।

(৯০)

সংসার অর্ণবে আসি,
জীবন দ্রোণীতে ভাসি,
প্রণয়—অচলশিখরে লাগাব,
বাহিয়া প্রেমের দাঁড়ে,
ভেবেছিনু, কেন পবনে আরাধি'
ডুবালি বিরহ ঝড়ে ?

কোথায় গেল ।

(৯১)

এস প্রাণ প্রিয়া,
দুজনে মিলিয়া,
কি এ ! কই প্রিয়ে ! কোথা ! পলালি কি !
বুঝিতে আমার মন।

না, কোথায় আসি! কি হইল! ওইকি!
আমরে ঘোর স্বপন!

(১২)

উঃ ! মরি ! আয় ? কই !
ধর ! ওই ! দিলি দই
ওরে ! তবু জুড়ালনা, নিভিলনা হুতাশন !
গিয়াছিল কেন ! এলি রে আবার
স্মরাতে কি বিস্মরণ !

(১৩)

যথার্থ ই গেলি
আর না আইলি,
কত ক্ষণ রলি, দ্যাপরে ভাবিয়া,
কত আর থাকা যায়রে !
কষ্টি পাথর, হারাইল সমরে !
কিসেতে কসি আমায়রে !

(১৪)

ধরি দুই পায়,
এস পুনরায়
নিদ্রাদেবি, সে স্বপনে, স্বপন কি ?
সে সুখ স্বপনে লয়ে,
বন পোড়া চোখে, চিরকাল থাক,
অচঞ্চলা চিহ্ন হয়ে।

(৯৫)

একে কি বলে স্বপন ?
স্বচোখেতে চন্দ্রানন
দেখিলাম, আর কি দেখিবরে
প্রেমের মূরতি খানি!
কে কোথা ডুবালি, ওই শোন পাখি,
হইল আকাশ বাণী।

(৯৬)

ইহা কি হয় কথন ?
স্বপনেতে আলিঙ্গন
উঠি প্রসারিয়া কর ? সে চুম্বন
মুখে মুখে দিব আর,
বাণী বীণা বাজে জাগ্রতে স্বপন
অদৃষ্টে 'হল আমার।

(৯৭)

এই নিমিলিত আঁখি,
মেলিবনা আর, দেখি
একি ! ভিতর বাহির অন্ধকার ময়,
হৃদ শিখা ধুধু জলে,
ভীষণ দর্শন ! পূর্ব্ব বৎ সব,
প্রেয়সী কোথা লুকালে।

(৯৮)

আসিবিনা ? আজ,

ডাকি মা তোমায়

বার বার, নিদ্রে! আইলি না? বুঝি

মান বেড়ে তোর গেল;

কে ডাকিল? কেন আইলি? দূর হ,

দেখালি কুহক খেল!

(৯৯)

কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

বিদায় চাহিয়া'

ফাঁকি দিয়াগেলে, প্রিয়ে! একাকিনী

সেই মনোরম ঠাঁই,

আমিও যাইব; কই! কারে বলি?

কেহত এখানে নাই।

(১০০)

কি করি কোথায় যাই,

কোথাগেলে তারে পাই'

যায় প্রাণ! যায় প্রাণ! উপায় কি করিরে!

জানিতাম যদি, এমন হইবে,

তাহলে কি প্রেম করিরে!

(১০১)

হাসাতাম, চুম্বিতাম,

উপহাস করিতাম,

শুনিতাম, শুনাতাম, কত শত প্রেমালাপ ;
যবে হৃদি জলাশয়,
নলিনী কোরক দ্বয়
ছিড়িতাম, হে বিধাতঃ! এই কি তাহারই পাপ :

(১০২)

কি অশুভ ক্ষণে,
দেখা তব সনে,
কুক্ষণে প্রণয় হইল, ভাঙ্গিল
কুক্ষণে বিচ্ছেদ আসি ;
রেপাপ শর্ব্বরি ! কেন এসেছিলি,
মায়াবিনি ? সর্ব্বনাশি !

(১০৩)

সকল লইলে,
স্মৃতি রেঁখে গেলে,
এটাও লইয়া যাও ;
বসিয়াছে যেন অটল অচল,
যাইবে? এখনি যাও।

(১০৪)

না বুঝে পীরিতে পড়ে,
প্রাণ যার ধড় ফড়ে,
প্রণয়ী কি কভু, কার অদর্শনে,
কোথাও থাকিতে পারে ?
থাকে যে, প্রণয় সভার মাঝারে,

কে করে গণনা তারে।

(১০৫)

যাই ওই সরসীতে,
মন জ্বালা নিভাইতে,
ওরে! কোথাযাই! আগুণে পুড়িতে,
ওদেখি আগুন রাশি!
পতিত পাবন! পতিত পাবকে
দাস তব দেখ আসি।

(১০৬)

যাই, আর কার তরে,
থাকি এই শূন্য ঘরে,
সে যদি আমার হ'ত;
আমারই (আমা ছাড়া আর কার)
তাহলে কি ছেড়ে যেত।

(১০৭)

কভু প্রিয়া অদর্শনে,
ভাবিতে ভাবিতে মনে,
দেখা দিত ঘুম, ভাঙ্গিত তখনি,
দেখিতাম ফুটিয়াছে ফুল-কুলেশ্বরি,
অমনি তুলিয়া তারে, রাখিতাম সমাদরে,
মৃণালে জড়ায়ে বপু হৃদয়েতে ধরি।

(১০৮)

তোমরা কে? উদাসীন?

একত্রে হয়ে আসীন,
কি ভাবিছ? কাঁর প্রেম? ঈশ্বরের?
আমাকে শিখাতে পার?
আর সাধ আছে? ঈশ, ভুলাও আমারে
(নাঃ ভুলিতে কি পারি? এও—মম—ভাল)
শিখিয়াছি প্রেম যার।

(১০৯)

আর কি পাইব তারে,
সদাপ্রাণ চাহে যারে,
আর কি পাইব সেই সোণার কমলরে,
সোণার কমল!
দিবানিশি মম মম করিবে বিহ্বল রে
করিবে বিহ্বল।

ভিখারিণী।

(১১০)

এই সে চারু হাসিনি?
না দেখি এভিখারিণি;
নূপুর কে ফেলেদিয়া, ধীরে ধীরে আস্ত প্রিয়া
দুহাতে ধরিত মম দুইটি নয়ন,
বল্‌তে মোরে হেসে হেসে, জিজ্ঞাসিত মধুর ভাসে,
"বল দেখি কার হাত নবীন সুজন।"

(১১১)

অয়ি বা'রজ বদনে !

চোখ্ ঢাকিবে কেমনে ?

জাগরণে ধ্যান মম, ঘুমালে দেখি স্বপন,

মরিব মনের সুখে দেখিতে দেখিতে,

মলেও দেখিতে পাব, দেহান্তরে যথা যাব,

এ আঁখি কিপড়ে ঢাকা হাত আড়ালেকে।

(১১২)

কেরে ভিখারিণি ? জান,

তুমি কোন ভাল গান ?

গাও দেখি শুনি ; থাক কোন্ দেশে ?

দেখিয়াছ কারো পথে ?

যাইতেছে কাঁদি, উন্মাদিনী প্রায়,

কেউ নাই তার সাথে।

গান।

কর পুটে করি নিবেদন,

ওহে কামিনী মোহন।

জীবন যৌবন দিলাম,

কি দিব এখন।

এমন যদি জানতাম আগে,

পুরুষে প্রেম সদা লাগে,
তাহলে রাখিতাম কিছু,
তুষিবারে মন।

কি গাইলে? আর
গাইওনা, যার
যাতনা ভুলিতে, শুনিতে চাহিনু গান,
বাড়াইলি তারে? গাও পুনঃ, চাহে
তবুও শুনিতে কাণ।

(১১৫)

কি তোমায় দিব,
কোথা কি পাইব
সকলি লইয়া গেছে;
শুক গেল, লও স্বর্ণ পিঞ্জরটী
এখানে পড়িয়া আছে।

(১১৬)

ফের দেশে দেশে,
পুনঃ যদি এসে,
দাও সুখবর সে কোথায় আছে,
যা চাহিবে তুমি দিব;
বিদায় হইলে? [উঃ সে বিদায়!]
হয়ে থাক চিরজীব।

(১১৭)

কোন দিন দুই জনে,

বিরলে বিমলাসনে,

কলমের কালি খোটা, প্রিয়া ভালে দিয়া ফোঁটা.

দেখাতাম আর্‌সীতে কুসুমে কীটের বাস,

রাঙ্গা মুখে পান খেয়ে, রক্ত গঙ্গা যেত বয়ে,

কাপড়ে পড়িলে পিক,করিতাম উপহাস।

(১১৮)

সুবর্ণ আপন গুণে,

সকলে সদা রঞ্জনে,

মণিসহ মিশে যদি কত শোভা পায়;

একে সেই ফুল্লাননা,

পিক্‌ বস্ত্র পরিধানা,

মরি কি মধুর হাসি বর্ণন কি যায়।

শ্মশানে।

(১১৯)

ওরে কাল দুরাচার !

বাকি কি রেখেছ আর,

হরেছ অমূল্য ধন, ভেঙ্গে দেহ নিকেতন,

ইহাতেও না হ'লে স্থির ?

মর্জ্জায় দিয়া আগুন, হাড়গুলি করে চুণ,

গাঁথিলে সুখ বেদিতে শোকের মন্দির।

শ্মশানে।

(১২০)

এই না শ্মশান,
চরমের স্থান
জীবনের? কই! কিছু নাই, কিছু
রাখে নাই নির্ম্মমেরা;
একি তার ছাই! (হায়!) ননীর পুতলী
কেমনে গলালি তোরা।

(১২১)

কি চিবাস? দূর! দূর!
শকুনি, শৃগাল স্থর,
গিলিলি তাহার হাড়, খা আমারে,
করিস না কালব্যাজ;
উঃ কে হাসিছে! বাঃ! কলসী হাঁটিছে!
বুঝিনু ভূতের কাজ।

(১২২)

শ্মশানালয় বাসিনি!
কাত্যায়নি! কপালিনি!
আমার কপালে, এই কি করিলে;
কি না তুমি পার, তারা
এই সেই ছাই, হাড় সাজাইনু,
দাও সঞ্জীবন ধারা।

(১২৩)

কে ডাকিবে শ্যামাঙ্গিনি !
আর, দেখি মাংসাশিনি,
সুন্দর ফরাস, খেলা প্রেত সনে,
শব দাহ ব্যবসায় ;
পর দুঃখে সুখি, শবাসনে বসি,
করিছ জীবনোপায়।

(১২৪)

জানিতাম প্রেত ভূমি,
পরম পবিত্র তুমি ;
এই পবিত্রতা? কেমনে খাইলে,
না কি রাখিয়াছ সারি ;
দাও তবে জানি অসীম মহিমা,
বারেক সে মুখ হেরি।

(১২৫)

সেই দিন, শেষ দিন,
প্রিয়া মম যেই দিন,
হৃদয় ভাঙ্গিয়া চলে গেল যে কোথায় !
কেমনে কহি তা আমি,
কেমনে শুনিবে তুমি,
বলিতে গেলে যে আমি থাকিনা আমায় !

(১২৬)

মন কথা দুই জনে,
কহিতেছি সঙ্গোপনে,
হঠাৎ উঠিয়া প্রিয়ে, যেন সচকিতা হয়ে,
মরে যাই! মম গলা জড়াইয়া ধরিল,
কহিতে কহিতে কথা,
হৃদি বিদারক কথা,
মুখ পাঁনে এক দৃষ্টি তাকাইয়া রহিল!
অমনি নয়ন নীরে বুক খানি ভাসিল!

(১২৭)

"সদা এশুনিতে পাই"
আমার আর কেহ নাই,
মন উড়ু উড়ু প্রায়, নয়ন কি যেন চায়,
জনমের শেষ দেখা যেন এ আমার;
কাঙ্গালিনী সব ভুলে,
ছিল তোমা বুকে তুলে,
ভাঙ্গিল কপাল বুঝি দাসীর এবার,
হাঃ বিধাতঃ! এই মনে ছিল কি তোমার!
প্রাণ ফেটে যায়———"

(১২৮)

"কেন নাথ মম আজ"
ইন্দ্রিয়ে করেনা কাজ,
জীবনের সাধ বুঝি ফুরাল এবার!

প্রাণ যায় প্রাণ নাথ, ছাড়াইয়া নিল হাত,
প্রাণেশ ! প্রাণেশ ! প্রিয় ! প্রাণেশ ———

(১২৯)

বলিতে বলিতে বীণা,
আর রাগ বাজিল না,
মুদিল সে সরোজিনী, হল বিজয়া দশমী।
ডাকিলাম, কান্দিলাম, ফুটিলনা আর ;
বলিলাম ক্ষুধাপেয়ে, কাতর হয়েছ প্রিয়ে
মাখন দিলাম মুখে, দোলাল সে ভার ;
বুঝিলাম সে কৌশলে খাবেনা আমার।

(১৩০)

তখনই কোলে করে,
সাজাইয়া অলঙ্কারে,
যাইতেছি তাকে নিয়া ত্যজিয়া সংসার,
কোথা হতে ভূত কটা,
কটিতে গামছা আটা,
কেড়ে নিযে গেল তারে, কাঁদিলাম পায়ধরে,
সাহারায় আঁখিনীর পড়িল আমার।

(১৩১)

ছিড়িয়া হাটুব মালা,
চিকণ বিকিন কালা।
কমনীয় কান্তি পরে চাপিল অঙ্গার ;

মারিয়া বাঁশের বাড়ি,
ভাঙ্গিল মাথার চাড়ি,
আমারে রাখিল বেন্ধে সন্মুখে তোমার,
সেইপাপে মম মুখ দেখিলে না আর ?

(১৩২)

প্রিয়ে মম ডুবে গেল,
শান্তি জলে গাধুইল,
নারিকেল-জল, তিল বিজয়া ভোজন ;
মূর্চ্ছা ছিনু তুলে মোরে,
কোথায় আনিল ধরে,
দেখিলামদীপ এক ভীষণ দর্শন,
সে অবধি সে শিখা এহৃদয়ে মিলন ।

(১৩৩)

অমনি ঝরিল ফুল,
মর্ম্মরিল পাতাকুল,
উথলিল গঙ্গাজল, বিধু যে'লখান হল,
পড়িল শিশির রাশি, কাঁদিল মেদিনী,
কোকিল হইল কাল, কেঁদেবলে চোক গেল,
ব্রহ্মাণ্ড বধিতে বিধু জালিল অগিনি ।

গীত ।

আয় আয় মম নয়ন তারা আয়রে !
আমি যাই এক বার দেখে তোরে,

মলে আরতো দেখ্‌বোনারে,
ভুল্‌তে ও তোকে পার্‌বোনারে,
আয় একটু কোলে করে,
জুড়াই জ্বালা বুকেধরে,
কি দশাএর দেখে যারে,
এ জন্মের মত দেখি তোরে,
ভুলে র'লে কেমন করে,
এর কেউ নাই আর এসংসারে,
আমি তোমা বিনা চিননারে,
আমি তোমা বিনা জানিনারে।—

(১৩৪)

কেমনে এসব সয়ে,
পাষাণপরাণ হয়ে,
বেঁচে আছে এপাষাও ভুবনে এখন!
হ'লে নয়নের বার,
যে প্রাণ হইতে বার!
আ.রনা! ফুরাল মম প্রিয়া সংকীর্ত্তন।

পর্ব্বত কন্দরে।

(১৩৫)

এই কি প্রার্থিত নগ?
যাহে মম মায়ামৃগ

চরিতেছে, এই কি বিপিন সেই
শোভিছে কন্দরে তব ?
দেখাইয়া দাও, জনমের মত,
দর্শক একটু হব।

(১৩৬)

যখন শিশু ছিলাম,
দুধ খেতে কাঁদিতাম,
অমনি জননী, প্রিয়ে ! রাঙ্গামেয়ে দেববিয়ে,
বলিতেন, হাসিমুখে খেতাম ভাঙ্গিয়া রাগ,
না দেখে কোথায় ফুল,
সৌরভে প্রাণআকুল,
তখনই হয়েছ তব প্রেমবিষে অনুরাগ।

দেশ দেশান্তরে।

(১৩৭)

নাম বিশ্বেশ্বর শিব,
নাশিতে বিশ্ব অশিব ;
কাল ভৈরবেতে, রাজ্য উচ্ছেদিছে ;
কেমনে দেখিছ চোখে ?
অক্ষম ত্রিশূল ? দেশ অশাসিত
ঢুলিছ গাঁজার ঝোঁকে।

(১৩৮)

উঠ মহাবাহু আজ,
মারহ করাল রাজ,
ওই দেখ অগ্নি, বিষ উগারিছে,
হুহুঙ্কারে সর্ব্বভুক ;
বুযে খুড়েধরা, গঙ্গা কলকলে,
কি সুখে দেখাও মুখ ?

(১৩৯)

এইকি বাঞ্ছিত পুরি !
ইহাকে স্বপনে হেরি ?
এখানে কিআছে, রতন আমার ?
ঘুরাইও না জননী !
দাও সেই জবা, চরণে তোমার
বসাই' ভব রমণি !

(১৪০)

শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা !
সদানন্দে পরিপূর্ণা
তব পুরী, কোথা কেহ যদি স্মরে,
অভীষ্ট পূরাও তার ;
আমাহ'তে সেই পরীক্ষা হইল,
জানিনু গুণ তোমার ।

(১৪১)

মানস আসনোপরি,
বসমা তব সুন্দরি !
দিব ও চরণে, ভকতি কুসুম,
পড়িবে চখের নীর,
হইল না, ওই ! সেই মুখ খানি,
করিছে মোরে অধীর।

(১৪২)

জগদীশ কি করিলি !
কেন তাকে গড়ে ছিলি,
নির্দ্ধনে মানিক দিয়া, মহত্ত্ব প্রকাশিয়া,
কেমনে পাষাণ প্রাণে কাড়িলি সে ধন ?
নিজে স্বজেছিলে যারে,
রূপে ভুলে নিলে তারে,
রে পামর ! পিতা হয়ে কন্যায় হরণ !

(১৪৩)

কোথা হে অযোধ্যানাথ,
লইলে কি করি সাথ,
অযোধ্যা সৌন্দর্য্য ? বিহনে তোমার,
কাঁদে ওই দিবানিশি +
সেই রম্য বন, রমা সনে যথা,
খেলে ছিলে হাসিং।

(১৪৪)

সেই মহা সভাতলে,

শৃগাল কুকুরে খেলে,

যথা এক দিন, শোভেছিলে সীতাপতি,

সীতা বামে করি ;

পুনরায় যথা, সোণার সীতায়,

নাশিল যাতনা হরি।

(১৪৫)

এই সে পরীক্ষা বাপি !

যেখানে কমলা স্থাপি,

জ্বালালে অনলে, ডুবিলে আবার,

এই সে সরযু নদী ;

কেড়রায় বল, ডুবিতে তোমায়,

যাতনা জুড়ায় যদি ?

(১৪৬)

প্রেম-পুরিক কলি,

আশা-মরাল মণ্ডলী,

পুড়িয়াছে যত, বিলাসের মীন,

শুখায়েছে সরোবর জীবন আমার ;

কোমল সে শয্যা, হয়েছে কণ্টক,

পড়েছে মুখের ভাতে বাঁশের অঙ্গার।

(১৪৭)

প্রিয়াছবি মনেধরে,

তব গুণ গান করে,
বাঁচিয়াছি এত দিন, কিন্তু প্রিয়ে আর
থাকিতে পারিনে আমি বিহনে তোমার!
কি দুর্দ্দশা প্রণয়িনি! দেখে যারে একবার,
প্রেয়সি! প্রেয়সি! প্রিয়া! প্রেয়সি আমার

(১৪৮)

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা বাঁকা,
সর্ব্বাঙ্গে অঙ্গনা আঁকা,
রূপিনী রঞ্জন, কামিনী মোহন,
কোথারলে বংশীধারী!
নারীর বিরহে, পড়ি এ পামর,
ডাকিছে সহিতে নারি।

(১৪৯)

কালিন্দী তটিনী ওই,
করিতেছে থই থই,
তব প্রেম তরী, ব্রজাঙ্গনা ভরি,
ভাসাত যাহার বারি,
পার দাঁড় ভরে, বেতে ধীরে ধীরে,
বাঁশীতে গাইত সারি।

(১৫০)

চিরঃসুখী জন,
ব্যথিত বেদন,
ভুলে একবার, বুঝিতে পারে ?

কেমনে জানিবে,
বিষে কি যাতনা,
কভু ভুজঙ্গমে, দংশেনি যারে।

(১৫১)

"বেঁচে থাক; বাঁচি যদি,"
সাগরে মিশিবে নদী,
এই কটি কথা যবে করিনু শ্রবণ;
সেই দিন হ'তে মনে,
নিশ্চয় রেখেছি জেনে,
সকল রত্নের রত্ন প্রেয়সী রতন,
তাই বুঝি রত্ন-গর্ভা করেছে হরণ।

(১৫২)

সে অবধি ফুল মালা,
কত মধু থালা থালা,
সিন্দূর, সুগন্ধি তৈল, গোলাব, আতর,
নব চিরুণী, আরসী,
যাহা কিছু ভালবাসি,
সকলি সাগরে দিই করি সমাদর।

(১৫৩)

কমলের দল ছিড়ে,
চুম্বিয়া দিয়াছি ছেড়ে,
মৃণালেতে কোলদিয়া ভাসায়েছি জলে;

দুঃখ কথা দুচারিটী,
লিখে ভাসাতাম চিঠি,
লয়ে যাও তরঙ্গিনি দ্রুত বেগে চলে,
প্রেয়সীকে দিও সব মমকথা বলে।

(১৪৫)

যদি না চিনিতে পারে,
তখনি বলিও তারে,
যাহারে জীয়স্তে মেরে, ভালবাসা চুরিকরে,
বসে আছ সর্ব্বনাশী হ'য়ে রাজরাণী,
তুমিত ভুলেছ তারে,
সেকি তা ভুলিতে পারে,
দিয়াছে তোমাকে সেই এই চিঠি খানি,
কেমন আছহ তুমি জিজ্ঞাসেন তিনি।

(১৫৫)

ক্ষণ পরে দেখি হায়!
সকলি আপনি খায়,
মর্ম্ম প্রেয়সীর তরে কিছুই না রাখিল;
কল কল কলে কয়,
"সে তোর পাবার নয়"
অভাগার যত আশা একে বারে নাশিল।

(১৫৬)

"বেঁচে থাক; বাঁচি যদি,
সাগরে মিশিবে নদী"

এইত সাগর! কোথা র,লি আয়!
ডাকি আমি পুনরায়,
আইলি না তবু, উঃ, জ্বলিয়া গেল,
এখনি মিশাব কায়।

(১৫৭)

বিবাহ রজনী নয়,
এখন ও সাধিতে হয়,
ঢেকে মুখ মুদে চোক, বসিতে আবা কাননা;
হ'তে পাতা ঢাকা ফুল,
মৃদু হাসে প্রাণাকুল,
ভেঙ্গেছে এখন লজ্জা, তবু কথা কওনা?

(১৫৮)

কত বান্ধিলাম বেণী,
চুম্বিলাম মুখ খানি,
বক্ষ, বিকসিয়া কত করিলাম কোলে,
তবু ও কি লজ্জা আছে,
আসিতে আমার কাছে,
যাবেনা কি লজ্জা তব আমি না মরিলে?

(১৫৯)

জীবন মণি আমার,
আয় আয় একবার,
আর কিছু না করিব, এক বার কোলে নিব,
চুমায় মিশিবে প্রেম প্রণয়ে তোমার,

সাগর অম্বরে।

(১৬০)

এইবার শেষ বার,
রক্ষা নাই কারু আর,
যেখানে যাহারে পাব, রক্তে নদী বহাইব,
প্রেমকাটা, প্রেমিকাটা, এই মম সার,
প্রেম কথা দূর হবে, আবার জাগাব ভবে,
পরশু রামের নাম ক্ষত্রিয় সংহার।

(১৬১)

শুই মত পতাকায় !
তারার অক্ষরে তায়,
লিখিব এখনি, " ভাল বাসিওনা,
বাসিওনা " বাসিওনা কারে,
মরিবে যতনে, এই এতে রেই,
মাথায় করিওা তারে।

(১৬২)

তুমি হে মকরা লয় !
এদাস চাহে আশ্রয়,
রত্নধর ! আজি ধর কুলাঙ্গারে,
ফেল্যও মীনাহু গিলে !
যে রতন আশে, ডুবিছে অধম,
দেহেন আমার মিলে।

(১৬৩)

আয় ! আয় ! ঢেউ আয়,
বিরহি বিনাশে কায়,
দ্যাখ রে প্রণয়ীগণ, ব্যাঙ্কে যেন মরণ,
প্রেমিকের কি প্রমাদ পরিণামে হয়রে !
পতিপ্রাণ সংহারিণী অসি তোরা রে কামিনী,
তোদের মোহিনী-ধারে অভাগা এড়ায় রে !

(১৬৪)

কেহ নাই ! কেহ নাই !
আর এর কেহ নাই !
ওহে সর্ব্ব ব্যাপি ! কে আছে আমার !
আদি অন্ত জান সব ;
যদি কেহ থাকে, বলিও তাহাকে,
মরিল পাগল তব।

ঘুচে গেল হৃদি হতে প্রণয়ের দায়,
প্রণয় অনল-চিন্তা দুঃখ পরিণাম।

সম্পূর্ণ।